যুগান্তর

11 JAN. 2009

পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

আজ নতুন শিক্ষাবর্ষের বই বিতরণ শুরু

যুগান্তর রিপোর্ট

সারাদেশে এখনও ১৫ ভাগ বই পৌঁছানো হয়নি। অথচ এর মধ্যেই আজ আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন শিক্ষাবর্ষের প্রাইমারি ও ইবতেদায়ি পর্যায়ের পাঠ্যবই বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করা হচ্ছে। শিক্ষা উপদেষ্টা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টাদ্বয় রাজধানীতে এ বই বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন।

সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে, ১৫ নয় ৫ ভাগ বই পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। শিগগিরই তা পৌঁছে যাবে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মছির উদ্দিন সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে স্বীকার করেন, ৯৫ ভাগ বই তারা জেলা পর্যায়ে পাঠাতে সক্ষম হয়েছেন। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই চাহিদামতো সব বই জেলা শিক্ষা অফিসারের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

নিয়মানুযায়ী ১৫ নভেম্বর এসব বই সব জেলায় পৌঁছানোর কথা ছিল। কিন্তু দেড় মাস পরও সে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে পারেনি সরকার। এবছরও প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে তিনটি বই-ই নতুন এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে ছয়টির মধ্যে তিনটি নতুন বই বিতরণ করা হবে। সংশ্লিষ্টরা জানান, যদি সব বই নতুন দেয়া হতো, তবে সরকার আগামী মার্চ মাসেও সব বই পৌঁছাতে পারত না।

এবারের জন্য প্রাথমিক স্তরের (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত) জন্য সর্বমোট ৪ কোটি ৮২ লাখ ৭৮ হাজার ৫৯২টি এবং ইবতেদায়ি মাদ্রাসাগুলোর জন্য ১ কোটি ৬২ লাখ ৭৩ হাজার ১২ কপি পাঠ্যবই শিক্ষার্থীদের মধ্যে সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। এনসিটিবির দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, এ চাহিদার মধ্যে ৮৫ ভাগ এনসিটিবি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। বাকি ১৫ ভাগ আগামী ১৫ জানুয়ারির আগে এনসিটিবিরই হাতে পৌঁছবে কিনা, সংশয় রয়েছে। মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সূত্র নাম প্রকাশ না করে জানিয়েছে, মুদ্রণ অঙ্গীকার ও টেন্ডারের শর্তানুসারে কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা না পাওয়ার কারণেই সময়মতো বই ছাপার কাজ শেষ করা যায়নি। বই ছাপানো শেষ না হওয়ায় বাঁধাই ও বিতরণের কাজও পিছিয়ে গেছে। আর, এনসিটিবি সূত্র বলেছে, প্রাথমিকের বই ভারতসহ অন্যান্য দেশ থেকে আমদানি করা কাগজে ছাপানো হয়। কার্যক্রমও শুরু হয় প্রায় ৮/৯ মাস আগে। সুতরাং এ দুরবস্থার জন্য কেবল অনীহা এবং উদাসীনতাই দায়ী।

রাজধানীতে আজ বই বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন হলেও জেলা পর্যায়ে বই বিতরণের কার্যক্রম কবে নাগাদ শুরু হবে তা নিশ্চিত নয়। শতভাগ বই জেলা পর্যায়ে না পৌঁছার কারণে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেয়া সম্ভব হবে না। ফলে নতুন শিক্ষার্থীদের বই ছাড়াই ক্লাসে অংশ নিতে হবে এবার।